04 JUL 1991

দৈনিক বাংলা

...04 JUL ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

৬৩

দুই দল ছাত্রের সংঘর্ষ ঃ বোমাবাজি ভাংচুর

জগন্নাথ কলেজে দিনভর গোলাগুলি ঃ আহত ৫০

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বুধবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দুইদল ছাত্রের মধ্যে দিনভর বন্দুকযুদ্ধে দু'জন ছাত্রসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। গুরুতর আহত ১৪ জনকে মহানগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশংকোজনক। বাকীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, রিকশাচালক ও পথচারী রয়েছে।

দিনভর ব্যাপক ও ভয়াবহ এই সংঘর্ষে বৃষ্টিরমত শত শত রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে দুই দলের মধ্যে। বিস্ফোরিত হয়েছে বোমা-ককটেল। ছাত্রাবাসের কক্ষ ভাংচুরসহ হয়েছে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

102

জগন্নাথ কলেজে দিনভর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লুট-পাট। বিরামহীন গুলি ও বোমাবাজির শব্দে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ভয়ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ডাঃ মিলন ছাত্রাবাসের একটি কক্ষ দখল নিয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে এই বন্দুকযুদ্ধ ও মারমুখী সংঘর্ষ শুরু হয়। রাত বারটার দিকে তল্লাশী চালানোর জন্য পুলিশ ছাত্রাবাস রেইড করে। তল্লাশী শেষে পুলিশ বের হয়ে আসার পর পরই ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নামধারী দুই দল ছাত্রের মধ্যে শুরু হয় এই বন্দুকযুদ্ধ।

এর আগে গত ১৬ই জুন ছাত্রাবাসের এই কক্ষটি দখল নিয়ে উপরোক্ত দুইদল ছাত্রের দীর্ঘ ৬ ঘন্টা স্থায়ী গোলাগুলিতে ও ভয়াবহ সংঘর্ষে দু'জন ছাত্র নিহত ও অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়।

এই সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ছাত্রদেরকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরীক্ষার নাম করে কিছু ছাত্র হলের বিভিন্ন কক্ষে থেকে যায়। গতকাল এদের মধ্যেই সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের সময় বহিরাগত মাস্তান পার্টি এসেও এদের সঙ্গে যোগ দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মধ্যরাতে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ছাত্রলীগের ছেলেদের দখলে ছিল ছাত্রাবাসের কক্ষটি। রণকৌশলে টিকতে না পেরে দিনের প্রথমভাগে তারা হল ত্যাগ করে বাইরে এসে কলেজের আশেপাশে অবস্থান নেয়। বাড়ীর ছাদ ও সরু গলি থেকে তারা কমান্ডো ও গেরিলা কায়দায় গুলি চালাতে থাকে। এসময় ছাত্রদলের ছেলেরা হলে অবস্থান সুদৃঢ় করে পাল্টা জবাব দিতে থাকে।

এলাকাবাসীরা জানান, মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া এই ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ বিরামহীনভাবে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এই দীর্ঘ সংঘর্ষ চলাকালীন সময় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের লোকজন আশেপাশে দাঁড়িয়ে মারমুখী সংঘর্ষ দেখা ছাড়া সংঘর্ষ কমানোর কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। জনগণের নিরাপত্তার জন্য গ্রহণ করেনি কোন ব্যবস্থা। সারাদিন সংঘর্ষ চলার পর বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ হলে অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। এরপর থেকে সংঘর্ষের কোন খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশের এই দীর্ঘ নীরবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কোতোয়ালী থানা থেকে গতকাল রাত দশটায় জানানো হয় যে, 'আমাদের কিছু করার ছিল না। নির্দেশ পাওয়ার পরই ছাত্রাবাস পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।' এখন পরিস্থিতি শান্ত।

এদিকে দুই দল ছাত্রের এই ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে কলেজের আশেপাশের এলাকার নাগরিক জীবনে নেমে আসে এক বিভীষিকা। এলাকাবাসীদের রাতের ঘুম হারাম করে বন্দুকযুদ্ধ আর বোমাবাজি এলাকায় ছড়িয়ে দেয় ভয়ভীতি ও আতংক। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর অনেকেই রাতের অন্ধকারে বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। গতকাল সারাদিন ঐ এলাকার সকল দোকানপাট, ব্যবসা কেন্দ্র বন্ধ ছিল।